R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এস, কে, রায় হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম
সিমেন্ট
রং

ফ্যান
ল্যাম্প
মেসিন-পার্টস

৬৩শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১৪ই জুলাই, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

২০ দফা কাজে জঙ্গিপুর মহকুমার অগ্রগতি

বিশেষ প্রতিনিধি : ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ১৯৭৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এক বছরে জঙ্গিপুর মহকুমায় ২, ৩, ৭, ৯, ১০, ১৮ এবং ১৯ দফার রূপায়ণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দফাগুলিতে রয়েছে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বাস্তুজমির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত-করণ, ভূ-গর্ভস্থ জলের সদ্ব্যবহার ও পানীয় জল ব্যবহার সমীক্ষা, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা, জনতা বস্ত্রের সরবরাহ ও মানের উন্নতি বিধান, হোষ্টেলের ছাত্রদের কন্ট্রোল দরে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ, ছাত্রদের কন্ট্রোল দরে বই ও কাগজ-কালি সরবরাহ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী অনুযায়ী ২০ জুন পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় অধিগৃহীত ১১,৭১০'২১ একর জমির মধ্যে ৫,৯৪৬'১৮ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ১২,৫৬৭ জন। অবশিষ্ট জমির মধ্যে

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাঁতার ১২ সেপ্টেম্বর, দাবি : সুইমিং পুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্যবারের মত এবারও পৃথিবীর দীর্ঘতম সাঁতারের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়েছে। সাঁতার প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর। একই দিনে জঙ্গিপুর, জিয়াগঞ্জ ও লালবাগ ঘাট থেকে গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত ৭৪, ১৯ এবং ১১ কিমি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ১২ আগষ্ট। জেলা সন্তরণ সংস্থার পক্ষ থেকে এ খবর জানা গিয়েছে গত ২ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত এক সভায়। উল্লেখ্য, ১১ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

২ জুলাই এর সভায় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। কয়েকজন সদস্য নিয়ে তিনি একটি কর্মঠ কমিটি গঠন করবেন। সেই কমিটি জঙ্গিপুর থেকে দূরপাল্লার সাঁতার যাতে সুষ্ঠুভাবে শুরু হয় সেজন্যে মেহনত করবেন। ব্যয় যথাসম্ভব সঙ্কোচন করা হবে এবং সাঁতার সংস্থার খরচ বাদ দিয়ে যে টাকা বাঁচবে তার ৫০ শতাংশ জঙ্গিপুরে সাঁতারের ব্যাপারে (সুইমিং পুল জাতীয়) খরচ করতে হবে বলে সভায় একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গেজেটেড অফিসার গ্রেপ্তার, জামিন নামঞ্জুর

বিশেষ প্রতিনিধি : ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ থানার দক্ষিণ-পাড়া মৌজার ভারপ্রাপ্ত হলকা অফিসার (কে জি ও বা কানুনগো) ধীরেন্দ্রনাথ শীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দফরপুর গ্রামের সিদ্ধেশ্বর দাস ও রতনকুমার দাস ১ জুলাই সুধাংশুবদনী দাসী ও অনিমাবালা দাসীর জমির সেটেলমেন্ট রেকরড সংশোধনের জন্য গেলে সংশ্লিষ্ট গেজেটেড হলকা অফিসার ২৫০ টাকা ঘুষ চান। ২০০ টাকায় রফা হলে রতনকুমার দাস ১০ টাকা অগ্রিম দিয়ে এসে যুবনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিতকে ঘুষ চাওয়া এবং অগ্রিম ঘুষ দিয়ে আসার কথা জানান। পণ্ডিত পরদিন রতন দাসকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচীকে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান।

৫ জুলাই সংশ্লিষ্ট গেজেটেড অফিসারকে গ্রেপ্তারের জন্য জাল পাতা হয়। মহকুমা শাসক বাগচী ১০০ টাকার ১টি, ২০ টাকার ১টি এবং ৫ টাকার ১৪টি কারেনসি নোটে নাম সই করে দেন। রতন দাস সই করা নোটগুলি হলকা অফিসারকে দেন। মহকুমা পুলিশ অফিসার, ভিজিলেনস এবং পুলিশের লোকজন তখন সেই অফিসারকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৈরী হলে তিনি অনিলকুমার পঞ্চহর নামে একজন গ্রামবাসীর বাড়ীতে ঢুকে পড়েন। পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং সই করা নোটগুলি উদ্ধার করে। এ খবর লেখা পর্যন্ত ধৃত গেজেটেড হলকা অফিসারের জামিন মঞ্জুর হয়নি।

গ্রাম্য দলাদলিতে শিক্ষক খুন, গ্রেপ্তার—২

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জুলাই—গতকাল এই থানা এলাকার রাজপুত বহরা বাঁধের কাছে নবাবজায়গীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিস্ মহম্মদ খুন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, বিকেল চারটে নাগাদ স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক বৈদ্যনাথ ঘোষের সঙ্গে বাড়ী ফেরার পথে ওই বাঁধের কাছে ৫।৬ জনের এক সশস্ত্র দল তাঁর ওপর চড়াও হয়। লাঠি, কাতি ও বল্লমের আঘাতে রক্তাপ্লুত হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। প্রধান শিক্ষকের কাছ হতে ঘটনার কথা জানতে পেরে বাড়ী ও গ্রামের লোকজন উপস্থিত হয়ে আহত শিক্ষক শিস্ মহম্মদকে তেঘরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। নিহত শিক্ষকের বাড়ী এই থানারই ডিহিপাড়া গ্রামে। গ্রাম্য দলাদলিই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

শেষ খবর : প্রাথমিক শিক্ষক শিস্ মহম্মদকে হত্যার ঘটনায় পুলিশ ১৩ জুলাই রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণটুল গ্রামের শিশির রায়ের বাড়ী থেকে দুটি

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

দীপক ।। মেঘমল্লার

কোন্ সুপ্রাচীনকালে মহাকবি কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম্'। গ্রীষ্মের দগ্ধপাংশু আকাশে আষাঢ়ের মেঘ নিদাঘার্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রাণ-সঞ্জীবনীর আশ্বাস বহন করিয়া আনে। 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া'; সে ডাকে মনুষ্য তথা মনুষ্যেতর প্রাণিকুল শুনে জীয়ন-মন্ত্র। তাই 'মত্ত দাদুরী/ডাকে ডাহুকী/ফাটি যাওত ছাতিয়া'—জীব-জগতের অন্তর্লোকবার্তা।

দেখা যাইতেছে, এই বৎসর এতদঞ্চলে প্রায়অন্তিম আষাঢ়েও 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে/তিল ঠাঁই আর নাহি রে'—এই সমারোহ দেখা যায় নাই। অর্থাৎ বর্ষা নামিতে দেরী হইতেছে। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির উর্বর মৃত্তিকা, উত্তুঙ্গ হিমালয় তপস্বীর আশিস্‌বারির অকৃপণ সিঞ্চন ও উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে প্রতি বৎসর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' সোনার ফসলে ডালা ভরাইয়া, তাহা আষাঢ়-শ্রাবণের মেঘমঞ্জারেরই ফলশ্রুতি। তৃষাদীর্ণ আউশের জমিতে বৃষ্টির টান চলিয়াছে বেশ কিছুদিন ধরিয়া। ক্ষীণায়মান প্রাণশক্তি লইয়া আউশ ধান ধুঁকিতেছিল। 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ধান কাটা হ'ল সারা/ভরানদী ক্ষুরধারা খরপরশা'—স্মৃতিপটে বিলীয়মান দৃশ্য লইয়া সবাই অপেক্ষমান। হৈমন্তিক বা পৌষের ধানশিশু মৃত্তিস্তনধার অভাবে শুষ্ককণ্ঠ। মৃত্তিকা-মাতা 'ধানপোঁতা' মহোৎসবে ধান-শিশুদের স্ববক্ষলগ্ন করিবার জন্য মৃত্তিকাশবরীর উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষা।

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত বর্ষা নামে নাই। গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রখর রৌদ্র গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শুরুতে মেঘডম্বরু শ্রুত হইয়াছে। প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে 'ঝিপ্ ঝিপ্' বর্ষণের আমেজ আসিয়া গেল। মহকুমার কোন কোন জায়গায় ক্যানেলদাক্ষিণ্যপুষ্ট জমিতে আবাদ চলিতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ স্বল্প। 'শ্রাবণসন্ন্যাসী রচিছে রাগিণী', 'সঘন গহন রাত্রি/ঝরিছে শ্রাবণধারা'—প্রভৃতি পরিবেশে ঝর ঝর—ঝিপ্ ঝিপ্ বিচিত্র প্রকৃতির বর্ষণে জলভরা মাঠে গামছাসম্বল চাষী ছোট্ট মাথালি মাথায় দিয়া বাম হাতে ধানের গুছি আর ডান হাতে তাহাতে মৃত্তিকালগ্ন করিবার মধ্য দিয়া যে রোমাঞ্চ আছে, তাহা অনুভবের ব্যাপার।

সে যাহা হউক বেশ কিছুদিন ধরিয়া একটানা রৌদ্রের প্রখরতায় দীপকের দাহনজ্বালাজর্জর সকলকে সাব্যস্ত করিতে ধরিত্রীর 'বরসো রে…' আহ্বান বোধ করি, শ্রুত হইয়াছে। তাই মনে হয়, আজিকার মেঘসঞ্চার ও বর্ষণারম্ভ বুঝি মেঘ মল্লারেরই প্রতিশ্রুতি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা'

আপনার পত্রিকার ৬৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে মধুচক্রের কারবার সংক্রান্ত নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদনটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত নিজস্ব প্রতিনিধি তত্রত্য নারী-পুরুষের পাপাচারকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা'য় পরিণত হয় বাসষ্ট্যাণ্ড ও বাগান"। এই মন্তব্যে কামকলুষগন্ধী জৈবলালসা পূরণের এক কদর্য চিত্রের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা'কে এক পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সুস্থ সাংবাদিকতায় (১) সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মধারণাকে বিকৃত হতে দেওয়া হয় না, (২) রুচি-সম্পন্ন পাঠকমন ক্ষুণ্ণ হয় না এবং (৩) ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার ভাবমূর্ত্তি অবনমিত হয় না—আপনার নিজস্ব প্রতিনিধিকে এটা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। —শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ।

[৯ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে মধুচক্রের কারবারের খবরে 'শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা' শব্দটির ব্যবহার কোটেশনে করা হয়েছে। কারণ মন্তব্যটি ছিল সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের, সংবাদদাতার নয়। সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মধারণায় আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে অথবা 'শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা'কে কুৎসিৎ ইঙ্গিতে বিকৃত করার জন্য কথাটির উল্লেখ করা হয় নি। আর জঙ্গিপুর সংবাদ-এর ৫ জন সুহৃদের সাথে আমরাও পত্রিকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর।

—সঃ জঃ সঃ]

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

জনসংখ্যার প্রবল বিস্ফোরণ বর্ত্তমান পৃথিবীর এক ভীষণতম সমস্যা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই হারে যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধি চলতেই থাকে, তবে এমন একদিন আসবে যেদিন পৃথিবীর মাটিতে মানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকাও সমস্যা হ'য়ে পড়বে। তার উপর অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় তো অবসম্ভাবী। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে উন্নতিকামী দেশগুলির প্রগতিও ব্যাহত হচ্ছে। সেকারণে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জ্ঞানীগুণীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের কথা চিন্তা করছেন যাতে মানব সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে না উঠে।

ভারতও স্বাভাবিকভাবেই সে-কারণে গভীরভাবে চিন্তান্বিত। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সাধারণভাবেই বেশী, তার উপর যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার রোধ করার ব্যবস্থা না করা হয় তবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য করে তুলবে। তাই সরকার চিন্তান্বিত। চিন্তান্বিত ভারতের চিন্তাশীল মানুষেরা। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির ফল সুদূরপ্রসারী। শুধু যে অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে তাই নয়, এই বৃদ্ধি অধিক শিশুর জন্ম দিয়ে রুগ্না মাতার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়, ঘটায় শিশুদের স্বাস্থ্যের অবনতি। দেশের গড় আয়ুও কমের দিকে যেতে থাকে। অক্ষম দুর্ব্বল নাগরিক নিয়ে কোন দেশই সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। দেশকে গড়তে হলে প্রয়োজন সুস্থ সবল নাগরিক। সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির রোধ ঘটিয়ে পরিবার সংখ্যা সীমিত রেখে সুস্থ সবল নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু কিভাবে জন্মহার রোধ করা সম্ভব? বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধপত্র ও নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যাঁরা সাধারণভাবে সে সব পদ্ধতি গ্রহণে অপারগ তাঁদের জন্য ভ্যাসাকটমি, টিউবেকটমি প্রভৃতি অস্ত্রোপচারের ফলে চিরকালের মত জন্মদানের শক্তির অবলুপ্তি ঘটায়। অনেকে ঐ সব অস্ত্রোপচারকে ভাল চোখে দেখেন না। ভাবেন যদি তাঁর সবকটি সন্তানের মৃত্যু হয় তখন কি হবে? সে সমস্যারও বর্ত্তমানে সমাধানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। রিক্যানেলিং বা জন্মদানের শক্তি ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি আজ আবিষ্কৃত ও সরকার ঐ সব ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ে রিক্যানেলিং এর ব্যবস্থা করাচ্ছেন। অতএব ঐ চিন্তারও কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য অনেকে অন্য কথাও চিন্তা করেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ পাপ কাজ ও ধর্ম্মের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়া। কিন্তু এ চিন্তার কোন ভিত্তি নেই। প্রাচীন যুগের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে সে যুগে প্রয়োজন ব্যতিরেকে সন্তান উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র বংশরক্ষার প্রয়োজনে এবং সমাজের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিতভাবে সন্তান সৃষ্টির নির্দেশ ছিল শাস্ত্রাদিতে। কোন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যাতে না ঘটে তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন সমাজপতি জ্ঞানী ঋষিরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃপতিদের একটি-দুটির বেশী সন্তান দেখা যেতো না। রামচন্দ্রের তো ছিল দুই সন্তান। তাঁর পিতা দশরথের চার। আবার দশরথ অজের একমাত্র সন্তান। মহাভারতের যুগে এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল হ'য়ে পড়ায় বিপর্যয় ডেকে আনে। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও কৃষ্ণবংশীয় যাদবদের অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধি ডেকে আনে তাদের সার্ব্বিক ধ্বংস। যে ধ্বংসকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পারেন নি রোধ করতে। সেই সংকটে ভারতের উন্নত সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে এনে অন্ধকার যুগের পত্তন করে। সেই ঘনীভূত সংকটের চেহারা স্মরণ করেও অন্ততঃপক্ষে বর্ত্তমান ভারতের অগ্রগতি ও উন্নতি রক্ষার প্রয়োজনে আজ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধের সার্ব্বিক চিন্তার একাগ্রতা সর্ব্বাধিক। ধর্ম্ম কখনো এ কাজের বাধা হ'তে পারে না। কেন না যে কোন ধর্ম্মের প্রধান অনুশাসন হ'লো সংযম। অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা। সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো বটেই। তাই ধর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যকারী শক্তি, বিরোধী নয়।

—ঠাকুরদাস শর্ম্মা

শ্রমিক ঐক্যের আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ — গত ৩০ জুন আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রমিক ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক বিরাট মিছিল শেষে ফুলতলা সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন হাবিবুর রহমান এম এল এ। প্রধান বক্তা সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক তাঁর ভাষণে ন্যায্য মজুরি আদায়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। ছাত্রপরিষদের জেলা সভাপতি চিত্ত মুখারজিও সভায় ভাষণ দেন।

পুঁঠিমারী সেতু উন্মুক্ত

ফরাক্কা: দীর্ঘ ৯ বছর পর গত ২৯ জুন ফীডার ক্যানালের উপর দিয়ে তৈরী পুঁঠিমারী সেতু সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এই সেতু তৈরীর ফলে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সড়ক পথে চলাচল সহজতর হল। ধুলিয়ান-পাকুড় সড়কের উপর এই সেতু অবস্থিত। গত ১৯৬৭ সালে কোলকাতার 'চন্দ্র কনসট্রাকশন' সেতুর কাজে হাত লাগায়। সেই থেকে 'চলছে, চলবে' নীতিতে চলে জুনের শেষ দিনে সে অবস্থার অবসান হয়েছে।

ট্রাক কাটার ওস্তাদ ধৃত

ফরাক্কা: সড়ক পথে চলাচলকারী ট্রাকের মাল কেটে নামানোর ওস্তাদ ফরাক্কা থানার ইমামনগর গ্রামের মাতাল ওরফে মাতলা ওরফে সামেদ সম্প্রতি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দীর্ঘদিন এই ওস্তাদের খোঁজে ছিল পুলিশ, কিন্তু ধরা পড়েনি। বদলিতে নূতন যোগদানকারী পুলিশের চেষ্টায় ধরা পড়েছে। সেও বড় সহজে নয়। ট্রাক কাটা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে ডাকাতি, নরহত্যারও অভিযোগ আছে। মাতাল নাম হলেও সে কোন নেশা করে না, অথচ নাম তার মাতাল।

মিসায় ৩ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৯ জুলাই — এই থানার হরহরি গ্রামের ৩ জনকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। খবরটি পুলিশী সূত্রের।

কম কথায়

সংবাদদাতা: মনিগ্রাম অঞ্চল পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গত ৪ জুলাই মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। একই সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বল্প সঞ্চয়ের তাৎপর্যও উৎসবে ব্যাখ্যা করা হয়। দোহালি-যোগপুর গ্রামেও বনমহোৎসব পালিত হয়।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির: সম্প্রতি ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প সাগরদীঘি ব্লকের মোরগ্রামে মুখ্য ও গুচ্ছ গ্রামগুলির ৪০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেন।

গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস: পয়লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচীর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কানুপুরে গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি প্রভাতকুমার মুখারজির সভাপতিত্বে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় ২০ দফার মূল্যায়ন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন যুবনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত।

২০ দফার সভা: নয়াগ্রামে গত ৩০ জুন বিশ দফা কর্মসূচীর বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সুতী ১নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি উমাপতি মণ্ডল, হারুয়া অঞ্চল প্রধান সাজেদ আলি মণ্ডল, বংশবাটী অঞ্চল প্রধান রামপদ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর ঘোষ প্রমুখরা বিশ দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

চারটি অপমৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে চারটি অপমৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সাগরদীঘি থানার গেঁসাইগ্রামে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মালদহের এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগর গ্রামে একটি গর্তে পড়ে গিয়ে তিন বছর বয়সের এক শিশুর সলিল সমাধি ঘটে এবং রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে খড়খাড় সেতুর ওপারে সাপের কামড়ে আরো একজনের মৃত্যু ঘটে। অরঙ্গাবাদ শহরে মৃণালিনী বিড়ি উৎপাদক সংস্থার একটি বাড়ীতে জলের ট্যাঙ্ক মেরামত করার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ধ্রুব মহালিকা নামে বহরমপুরের একজন টিউবওয়েল মিস্ত্রী তিন তলার ছাদ হতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

জীবাণু সার এ্যাজোটোব্যাকটর ধান চাষের খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়

প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া · ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

স্কুল ভবনের শিলান্যাস

জঙ্গিপুর, ৮ই জুলাই — গতকাল জঙ্গিপুর গারলস্ জুনিয়র হাই স্কুলের বহু আকাঙ্ক্ষিত নব ভবনের শিলান্যাস করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শচীন্দ্রনাথ দাস। শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা ভবনটি নির্মাণের জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করেন বলে জানা যায়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় স্বর্গতা অমলা মালাকারের নিজস্ব বাসগৃহে। নতুন কমিটি আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন সম্পাদক কালীপদ দাস, বিধানসভা সদস্য হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

বজ্রাঘাতে ২ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে গত ১ জুলাই একটি বাড়ীতে বাজ পড়লে মুরাদ সেখ নামে একজন গ্রামবাসী ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য একজন আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৩ জুলাই তালাই গ্রামের ধীরেন সাহা নামে আর একজন যুবক মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে আহত হন। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

১৬ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদে 'মুচলেকায় মারপিট' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে কিছুদিন আগে জঙ্গিপুর শহরে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, শহরের হিতৈষী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় আপোষে তার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সেখানে 'মুচলেকা লিখে দেওয়া' বা 'কোনদিন মারামারি করব না' এ ধরনের উক্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

ক্লাবে সরকারী অনুদান

মির্জাপুর: রাজ্য সরকারের ক্রীড়াবিভাগ এবার বিভিন্ন জেলার ১৭টি ক্লাবকে জিমন্যাসটিক সরঞ্জামের জন্য ২০ হাজার টাকার অনুদান দিয়েছেন। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা পেয়েছে ২টি যার পুরোটাই মির্জাপুরের শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এবং নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব লাভ করেছে।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট**
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১'৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে: **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

জয় মা সন্তোষী
হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট
ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে
(রুচিপূর্ণ আহার ও জলযোগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।)
আপনার সেবার একবার সুযোগ দিন।
পোঃ সাগরদীঘি, (মুর্শিদাবাদ)

Wanted a B Sc. (Bio) teacher for Jajigram Sarboday Ashram School, P.O. Jajigram, Birbhum.
Apply to the Secretary.

শিক্ষক খুন, গ্রেপ্তার—২

১ম পৃষ্ঠার পর

হেঁসো সমেত বাঁধের ধারের সাবের সেখ ও নয়াচকের আবদুল হককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত সাবের সেখ একজন কুখ্যাত খুনে ডাকাত বলে প্রকাশ। গ্রেপ্তারের সময় তারা হেঁসো নিয়ে পুলিশকে আক্রমণের চেষ্টা করে। পুলিশ সতর্কতার সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে।

জঙ্গিপুর মহকুমার অগ্রগতি

১ম পৃষ্ঠার পর

২,৩৫৮'৮৭ একরের ওপর ইনজাংশন রয়েছে, ৯৮১'৯৯ একর জমি বিলির অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে এবং বাকী জমি অনতিবিলম্বে বিলি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

তৃতীয় দফায় মহকুমার ৭টি ব্লকের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ৪৫২ গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ৪৪৯ জনকে জমি বন্টন করা হয়েছে, ৩ জন অনুমতি দখল ভোগ করছেন। রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বরে ৪৯৪৯ পরিবারের মধ্যে ৪২২৮ জনকে জমি দেওয়া হয়েছে, অনুমতি দখলে রয়েছেন ৭২১ জন। এখানে ৭৯'৯৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সাগরদীঘিতে ১১১৪ জনের প্রত্যেককেই বাসোপযুক্ত জমি দেওয়া হয়েছে। সুতী এক নম্বরে ৬৮৫-র মধ্যে ৬২৫ জন জমি পেয়েছেন, ৩০ জন অনুমতি দখলে রয়েছেন এবং ৩০ জন অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সুতী দু'নম্বরে ১৩০১-এর মধ্যে ১০৩১ জনকে জমি দেওয়া হয়েছে, অবশিষ্ট ২৭০ পরিবারের জন্য ১১'২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সামসেরগঞ্জে ১২১১ পরিবারের মধ্যে ৯৯২ জন জমি পেয়েছেন, ২১৯ জনের জন্য ১২'৭৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ফরাক্কায় ১৯৬১ র মধ্যে ১৮৭১ পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে, বাকী ৯০ জন অনুমতি দখল ভোগ করছেন।

গ্রামীণ উৎপাদন ও বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ব্লকওয়ারী হিসেবে সাগরদীঘিতে ১,৪৬,১২৫ টাকা খরচ হয়েছে, শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২৪,৫৪৫। সামসেরগঞ্জে খরচের পরিমাণ ৭৫,৪৬৮ টাকা, সৃষ্ট শ্রমদিবস ৬,৪৭৫। রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে ব্যয়িত অর্থ ও শ্রমদিবসের পরিমাণ ৯৮,৭৫১ ও ১২,৯২১, সুতী এক নম্বরে ২০,৯০৭ টাকা ও ৩,৬২৭ শ্রমদিবস এবং সুতী দু'নম্বরে ১,০৯,৭৯২ টাকা ও ১৫ হাজার শ্রমদিবস। রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে কিসমৎ গাদী প্রকল্পে অনুমোদিত টাকার মধ্যে ১৬ জুন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৫১,৭০০ টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ১৬,৬০০। বর্ষার জন্য এর এবং ফরাক্কায় ত্রিমোহিনী খালের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। ৭ দফায় পুকুর ও খাল সংস্কার চলছে।

দফা ৯ মোতাবেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখা রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের মাঠপাড়া অঞ্চলের ৩০০ তন্তুজীবী পরিবারের ৫০০ ইউনিটকে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য ঋণ দিয়েছেন। তাঁরা ওই ঋণ নিয়ে কঠোর পরিশ্রমে তাঁতশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে সক্ষম হয়েছেন। এবং গ্রাম্য মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মহাজনরাই তাঁতশিল্পীদের কাছ হতে জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ আগে শিল্পীদের মহাজনদের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হত। এই ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের মিরজাপুরে রেশমশিল্পের উন্নয়নে প্রায় ২০ হাজার টাকার গ্রুপ লোন দিয়েছেন।

১০,১৮ ও ১৯ দফা অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ এক ও দু'নম্বর ব্লকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে; থানা মারকেটিং সোসাইটির মাধ্যমে সাগরদীঘিতে একটি সারভিস কো-অপারেটিভ খোলা হয়েছে; সুতী এক নম্বরে ৫টি দু'নম্বরে ১১টি ও সামসেরগঞ্জে ৭টি সমিতি কাজ করছে। ফরাক্কার কোথাও কোথাও কাজ করছে কনজুমারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি। মহকুমার সমস্ত ছাত্রাবাসে রেশন দরে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। সাগরদীঘি ব্লক প্রতিটি স্কুলে ছাত্রদের জন্য সমবায় সমিতি খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র সেখদীঘি হাই স্কুল এর জন্যে রেজিষ্ট্রেশন পেয়েছে। মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়সহ সমস্ত জায়গায় সমিতি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। সরকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে খবরগুলি দিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
  রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক - মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

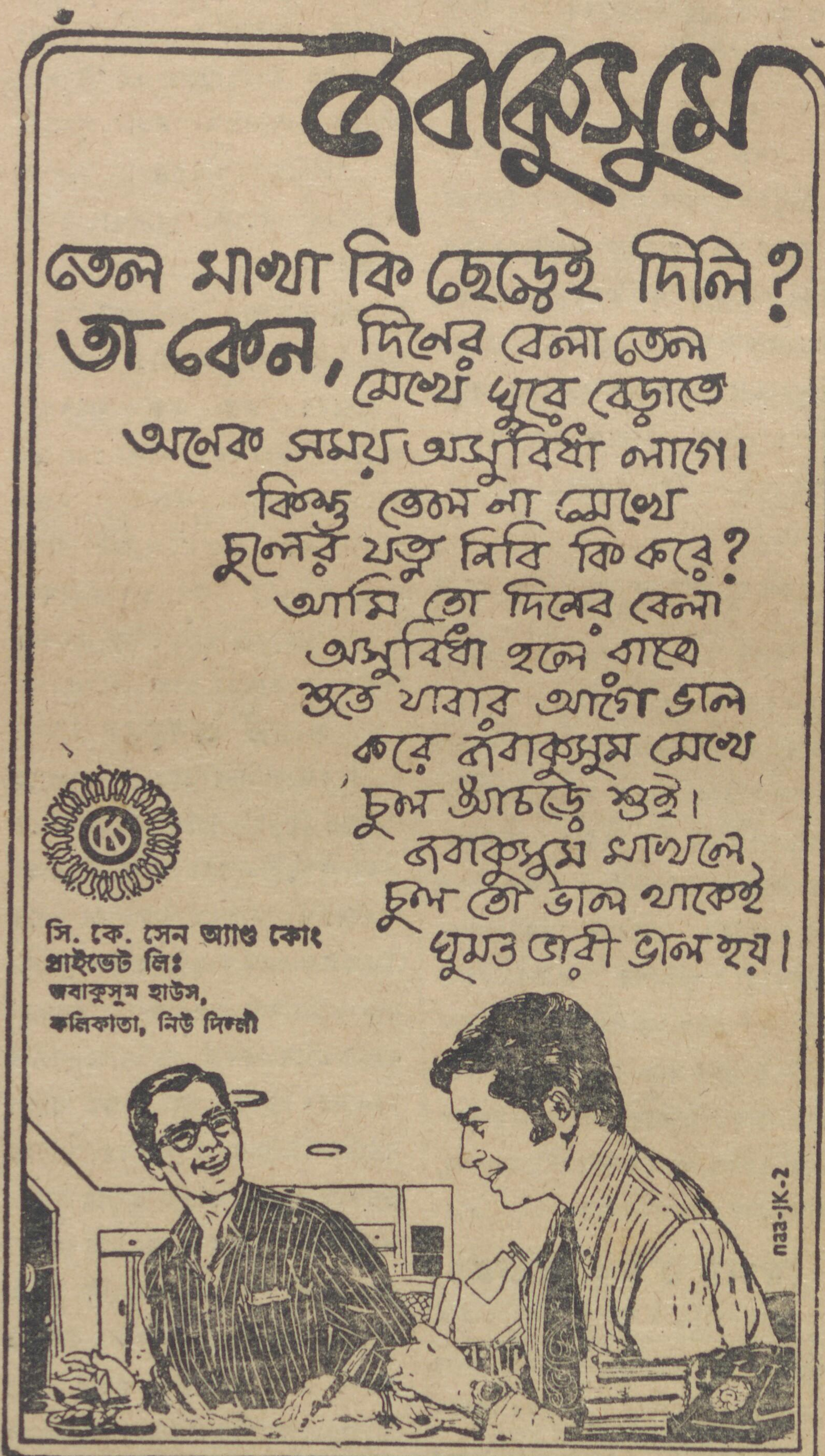

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অন্তত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।